USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

COUNTERPART INTERNATIONAL
In partnership for results that last.

UKaid
from the British people

শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য টেকসই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

অক্টোবর ২০২১

©ঢাকা কলিং প্রকল্প

DSK দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র DUSHTHA SHASTHYA KENDRA

বারসিক BARCIK

CUP

insights

শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য টেকসই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

মূল সুপারিশমালা

- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা প্রণয়ন জরুরি। বিশেষ করে খসড়া বর্জ্য (কঠিন বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ চূড়ান্তকরণ এবং এটির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা জরুরি।
- খসড়া কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধির সীমাবদ্ধতা অতিক্রমে সুপারিশ সমূহ অন্তর্ভূক্তকরণ, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইন্স্যুরেন্সের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- শহরের বস্তি এলাকায়, সড়কের পাশে এবং জলাশয়গুলোতে অবৈধ বর্জ্য অপসারণে ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে কঠোর নজরদারী নিশ্চিত করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আচরণগত পরিবর্তন আনয়নে তরুণ প্রজন্ম ও কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনগুলোর নতুন নতুন চিন্তা ও জোটবদ্ধ কণ্ঠস্বরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া ।
- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে একটি পরিবেশবান্ধব কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি দাঁড় করাতে নগরের বস্তিবাসী ও বর্জ্য সংগ্রহকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দৃষ্টান্তমূলক ইতিবাচক চর্চাগুলোকে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিস্তৃত করবার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

প্রারম্ভ

মহানগরী ঢাকা তার ৩৬০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ২ কোটি ১০ লক্ষেরও অধিক লোককে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা আর চলমান দ্রুত অবকাঠামোগত নানামূখী উন্নয়নে এই মহানগরীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ আজ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত।

ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ - এই দুই নগর কর্তৃপক্ষই মূলত ঢাকা শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু বিদ্যমান সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান দু'টি এখানে প্রতিদিন উৎপাদিত কঠিন বর্জ্যের অর্ধেকের বেশি সংগ্রহ করতে পারলেও বর্জ্যের একটি বড় অংশই থেকে যায় অসংগৃহীত। আর এর শেষ গন্তব্য হয় রাস্তার পাশে, খোলা নালায় ও নগরের নিম্নভূমিতে, যা নগরীর সামগ্রিক পরিবেশকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করছে।

বর্তমানে ঢাকা মহানগরীর সংগৃহীত বর্জ্যের শেষ গন্তব্য দুই সিটি কর্পোরেশনের দুই ময়লার ভাগাড়। এই যাত্রার শুরুতেই বাড়ি থেকে ভ্যানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা বর্জ্য যায় ওয়ার্ড ভিত্তিক সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনগুলোতে। আর সেখান থেকে যায় আমিনবাজার ও মাতুয়াইল ময়লার ভাগাড়ে। চর্চিত এই পদ্ধতিকে কোন বিবেচনাতেই বৈশ্বিক মানদন্ডানুসারে একটি কার্যকর পদ্ধতি বলা যায় না।

ইউনিসেফের একটি পরিসংখ্যান বলছে ঢাকা শহরের প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের বসবাস শহর জুড়ে থাকা পাঁচ হাজারের অধিক বস্তিগুলোতে। একদিকে নগরীর একটি বড় অংশ জুড়ে বাস করা এইসব শহুরে মানুষের দৈনিক আয় ১০০ টাকার কিছু বেশি, অন্যদিকে এই মানুষগুলোকে থাকতে হয় নোংরা পরিবেশে, বিশেষত শহুরে বস্তি এলাকায়।

যদিও বস্তিতে থাকা মানুষজন নগরের অন্যান্যদের তুলনায় অনেক কম বর্জ্য উৎপাদন করে, তথাপি বর্জ্যের ফলে সৃষ্ট ভোগান্তির সিংহভাগই পোহাতে হয় এই মানুষগুলোকে। বিশেষ করে বস্তি এলাকার নারী, শিশু, বয়ঃবৃদ্ধ মানুষজনকে সবচাইতে বেশি ভুগতে হয়। নগরের এই দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে একদিকে যেমন কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সচেতনতার অভাব রয়েছে, অন্যদিকে তাদের সমস্যা ও দাবীদাওয়া নিয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্টদের সাথে দেনদরবারে রয়েছে সক্ষমতার ঘাটতি।

উদ্দেশ্য

এই পলিসি ব্রিফের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

১. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান আইনী পরিকাঠামোয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাগুলোকে চিহ্নিত করা
২. একই আর্থ-সামাজিক অবস্থার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর ইতিবাচক চর্চাগুলোকে বিশ্লেষণ করা
৩. ঢাকা নগরীর বস্তিবাসীদের কথা মাথায় রেখে টেকসই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একগুচ্ছ সুপারিশ প্রস্তাব করা

তথ্য ও পরিধি

এই পলিসি ব্রিফটি মূলত ঢাকা শহরের কঠিন বর্জ্যের বিষয়টি মাথায় রেখে করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্জ্যের তালিকা থেকে তরল, গ্যাসীয় ও মেডিকেল বর্জ্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এ বছরের জুলাই ও আগস্ট মাসে পরিচালিত পলিসি গবেষণার সারসংক্ষেপ আজকের এই পলিসি ব্রিফ। গবেষণাটিতে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তি বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিদ্যমান বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, পলিসি ও কৌশলপত্রও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গুণগত গবেষণায় বিভিন্ন কৌশল, যেমন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, মাঠ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নগরের বস্তিবাসী, বর্জ্য সংগ্রাহক, শ্রমিক সরদার, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের প্রতিনিধি, ইয়ুথ গ্রুপের প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সহ ঢাকা কলিং প্রকল্পের কর্মীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই সাথে ঢাকার জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি, সিটি কর্পোরেশন প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিধিদের পূর্বে ধারণকৃত সাক্ষাৎকারের অডিও রেকর্ডও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পলিসি গবেষণার অংশ হিসেবে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের হাজারীবাগ এলাকার বালুর মাঠ বস্তি ও বউ বাজার বস্তি এবং ঢাকার উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মিরপুর ৬ নং ওয়ার্ড এলাকায় অবস্থিত মোল্লার বস্তি ও বনানী ১৯ নং ওয়ার্ড এর আওতাভুক্ত কড়াইল বস্তিতে মাঠ পরিদর্শন করা হয়েছে।

বর্জ্য এবং এর ধরণ

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুসারে 'বর্জ্য' বলতে বোঝানো হয়েছে তরল, বায়বীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় পদার্থকে, যা নির্গত, নিক্ষিপ্ত বা স্তূপীকৃত হয়ে পরিবেশের ক্ষতিকর পরিবর্তন ঘটায়। যুক্তরাষ্ট্রের এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সী গৃহস্থালী বর্জ্যের তালিকায় যুক্ত করেছে সেই সব আবর্জনা ও স্যানিটারি বর্জ্যসমূহকে, যেগুলো বাড়ি-ঘর, এপার্টমেন্ট, হোটেল, মোটেল বা পিকনিকের মাঠে উৎপন্ন হয়।

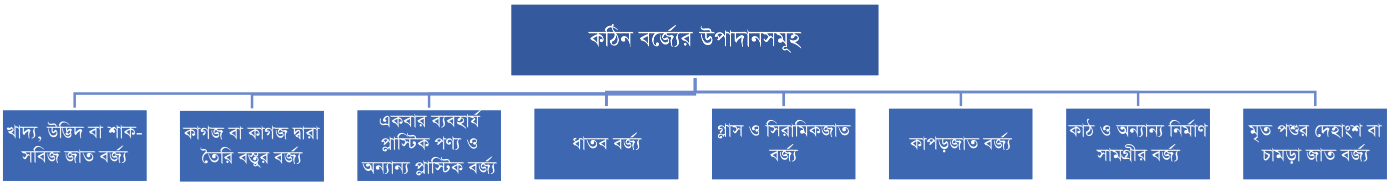

ঢাকা শহরের কঠিন বর্জ্যের চিত্র

ঢাকা শহরের মোট উৎপাদিত বর্জ্যের ৭০% পঁচনশীল বর্জ্য। এই শহরের কঠিন বর্জ্যগুলো আসে বাসা-বাড়ি, হাট-বাজার, হোটেল-রেস্তোরা, বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে। দৈনিক এই শহরে গড়ে ৬০০০ টন কঠিন বর্জ্য উৎপাদিত হয়, যার ২৫০০ টন উৎপাদিত হয় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকায় এবং ৩৫০০ টন উৎপাদিত হয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতভুক্ত এলাকায়। উল্লেখ্য, শহরে দৈনিক উৎপাদিত এ সকল বর্জ্যের প্রায় ১৬০০ টন বর্জ্যই থেকে যায় অসংগৃহীত। আর এই বর্জ্যগুলোই নগরীর পরিবেশকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে। দূষণ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি সহ নগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে নগরের এই অসংগৃহীত বর্জ্য।

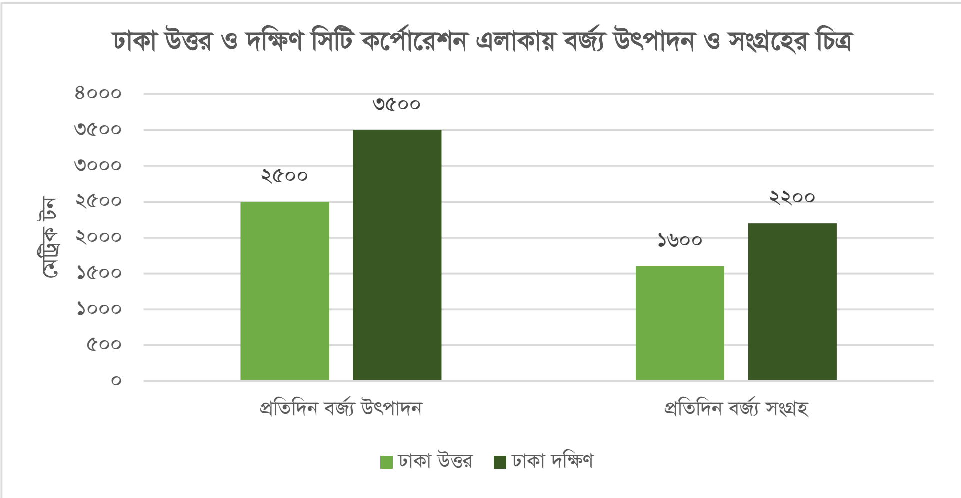

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ঢাকা'র সিটি কর্পোরেশন দ্বয়ের দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ:

- গৃহস্থালী ও বাণিজ্যিক উৎস্যসমূহ, সড়ক ও নালা থেকে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ
- বর্জ্য জড়ো করার জন্য ডাস্টবিন সহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান
- ময়লার ভাগাড়ের ব্যবস্থাপনা
- কমিউনিটি ভিত্তিক কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কমিউনিটি সভার আয়োজন করা
- কমিউনিটি ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করা
- বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদন

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ময়লা'র ভাগাড় আমিন বাজারে এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ভাগাড় মাতুয়াইল এলাকায়। এই দু'টি ভাগাড়'ই তাদের চূড়ান্ত ধারণক্ষমতায় পৌঁছে গেছে ইতোমধ্যে। মাতুয়াইলে স্তূপীকৃত বর্জ্য প্রায় ২০ মিটার উঁচু, অন্যদিকে আমিন বাজার ভাগাড়ে স্তূপীকৃত বর্জ্যের উচ্চতা ৯ মিটার। আর অন্য কোনো বিকল্প না থাকায় ধারণ ক্ষমতা অতিক্রম করা এই দুই ভাগাড়েই প্রতিদিন জমা করা হচ্ছে হাজার হাজার টন নগর বর্জ্য।

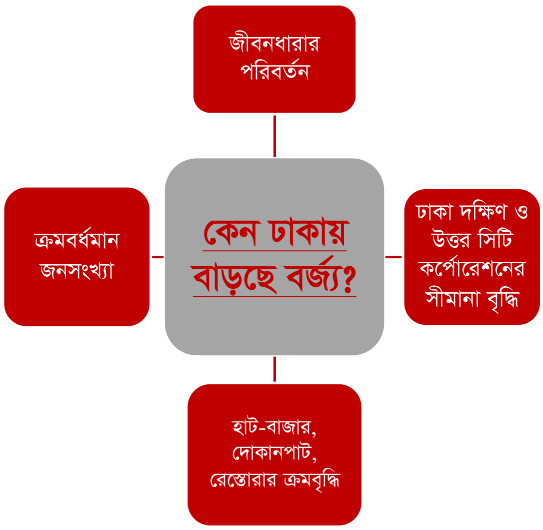

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সাধারণত পাঁচটি ধাপে হয়ে থাকে: ক. বর্জ্য উৎপাদন ও নির্দিষ্ট স্থানে/পাত্র সংরক্ষণ, খ. উৎপাদন স্থল থেকে বর্জ্য সংগ্রহ, গ. বর্জ্য পরিবহন, ঘ. বর্জ্য প্রক্রিয়াতজাতকরণ ও পুনঃব্যবহার, এবং ঙ. বর্জ্য নিষ্কাশন।

বিদ্যমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যাসমূহ

আচরণগত থেকে প্রাতিষ্ঠানিক, বিদ্যমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রয়েছে নানামুখী সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা।

- যদিও ঢাকা'র দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকায়ই বর্জ্য সংগ্রহের জন্য রাস্তার পাশে ছোট বিন স্থাপন করা হয়েছিল, তথাপি পথচারীদের এই বিনগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে উদাসীনতা। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগের মতো রাস্তা নোংড়া করছেন।

- শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে বর্জ্য সংগ্রহ পরিসেবা বাবদ অধিক অর্থ আদায়, কোথাও কোথাও বর্জ্য সংগ্রহের কোন কার্যক্রম না থাকায় এবং কোথাও অনিয়মিতভাবে বর্জ্য সংগ্রহ করবার কারণে অনেকেই তাদের উৎপাদিত বর্জ্য রাস্তার পাশে, জলাভূমি, পতিত জমি, নালা ইত্যাদি স্থানে নিক্ষেপ করে।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ বর্জ্য পুনঃব্যবহারে তেমন কোনো গুরুত্ব দেয় না। উল্লেখ্য, বর্জ্য পুনঃব্যবহারের সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণের অভাবই মূলত এই সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছে।
- কোন ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া খালি হাতে, খোলা পরিবেশে এবং যখন-তখন বর্জ্য সংগ্রহ নগরবাসী ও বর্জ্য সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মী উভয়ের জন্যই মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। সেই সাথে, সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনগুলোর অবস্থান ও কর্মপদ্ধতি বর্জ্য কর্মীদের জন্য ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ এবং পথচারিদের জন্য দুর্বিসহ।
- নগরের দু'টি ময়লার ভাগাড়েই স্থান সংকট ভয়াবহ। সেই সাথে প্রতিনিয়ত যোগ হওয়া বর্জ্যে ভাগাড় ও এর আশেপাশে ব্যাপক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান চর্চার প্রভাব

অনিয়ন্ত্রিত বর্জ্য নিষ্কাশন নগরীর বাতাস, পানি, মাটি এসব কিছুকে যেমন দূষিত করছে, তেমনি বিপদজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি। সেই সাথে নগর কর্তৃপক্ষের দুর্বল কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ফলে মিথেন জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী গ্যাসের নির্গমণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে জীববৈচিত্র্যের জন্য সৃষ্টি হয়েছে ঝুঁকি।

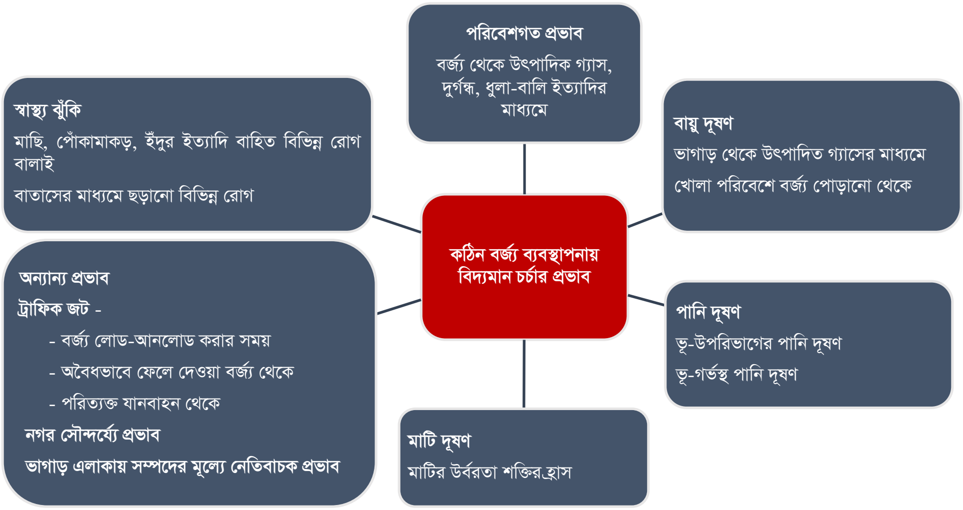

ঢাকার বস্তি এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র

নগরীর বস্তিগুলো থেকে কারা সংগ্রহ করছে বর্জ্য?

সিটি কর্পোরেশন অনুমোদিত ঠিকাদারদের মাধ্যমে নিয়োজিত বর্জ্য সংগ্রহ কর্মীরাই মূলত বাড়ি-বাড়ি ময়লা সংগ্রহের প্রাথমিক কাজটি করছে। এক্ষেত্রে তারা মূলত তিনচাকার রিক্সা-ভ্যান ব্যবহার করে, যেটিকে টিন-সিট ব্যবহার করে ময়লা পরিহনের উপযোগী বাক্সের রূপ দেওয়া হয়। এই কর্মীদের কাজ হলো বাড়ি-বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করে সেগুলো নির্দিষ্ট সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া।

স্ব স্ব ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ নিজ এলাকার জন্য প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের ঠিকাদার নিয়োগ করে থাকেন। একটি সাক্ষাৎকারে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা জানান, যে ওয়ার্ডগুলোতে কাউন্সিলরগণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইস্যুতে অনেক বেশি তৎপর ও নিয়মিত নজরদারি করেন সে ওয়ার্ডগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক চিত্র বেশ ইতিবাচক।

> "আমাদের পুরো বস্তি চার ভাগে ভাগ করা। আর প্রত্যেক ভাগের জন্য একটা ভ্যান আর দুই জন ময়লা নেওয়ার লোক কাজ করে।"
>
> - কড়াইল বস্তির একজন নারী

> "কাউন্সিলরগণ তৎপর এমন ওয়ার্ডগুলোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অন্যান্য ওয়ার্ড থেকে তুলনামূলক বিচারে বেশ ভালো।"
>
> - ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা

উল্লেখ্য, পলিসি গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সকল বস্তিতে বাড়ি-বাড়ি থেকে প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের পদ্ধতি একই রকম ছিল না। কিছু বস্তি রয়েছে যেগুলোতে কাউন্সিলর কর্তৃক নিয়োগকৃত কোনো ঠিকাদার নেই। গবেষণায় উঠে এসেছে, এই বস্তিগুলোতে উৎপাদিত বর্জ্যের শেষ গন্তব্য হয় সংলগ্ন নিচু জমি, বেড়ি বাঁধের রাস্তার পাশে ও জলাভূমিতে। নিম্নে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চারটি বস্তির প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বস্তিগুলো থেকে প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের চিত্র

বস্তির নাম	প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহ সেবা প্রদানকারী	উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণ	গৃহস্থালি প্রতি বর্জ্য সংগ্রহ সেবার সার্ভিস চার্জ	বর্জ্য সংগ্রহের সময়	সংগৃহীত প্রাথমিক বর্জ্যের গন্তব্য
বালুর মাঠ বস্তি, হাজারিবাগ	কাউন্সিলর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ঠিকাদার	না*	১০০ টাকা	কোনো নির্দিষ্ট সময় মানা হয় না	সংশ্লিষ্ট সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন
বউ বাজার বস্তি, হাজারিবাগ	কাউন্সিলর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ঠিকাদার	না	১০০ টাকা	কোনো নির্দিষ্ট সময় মানা হয় না	সংশ্লিষ্ট সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন
মোল্লার বস্তি, মিরপুর	স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের একটি গ্রুপ	না	৬০ টাকা	কোনো নির্দিষ্ট সময় মানা হয় না	জলাভূমি ও পতিত জমিতে

		না	৬০ - ১০০ টাকা	কোনো নির্দিষ্ট সময় মানা হয় না	অন্য এলাকার জন্য নির্ধারিত এসটিএস'তে

হাজারীবাগের বৌবাজার বস্তিতে দাঁড় করিয়ে রাখা প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের ভ্যান

* বাড়ি-বাড়ি বর্জ্যে সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত কর্মীদের প্রায় সবাই সংগৃহীত বর্জ্য থেকে বিক্রয়যোগ্য প্লাস্টিকের বোতল, টিনের কৌটা, রাবার, ফেলা দেওয়া বিকল মোবাইল ফোন সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্জ্য ইত্যাদি শুরুতেই পৃথক করবার কাজ করেন। এটি তাদের নিজস্ব বাড়তি আয়ের একটি মাধ্যম। যে ভ্যানগুলোতে করে পাড়া-মহল্লা থেকে গৃহস্থালির বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়, যেগুলোতে তারা বড় বড় বস্তা ঝুলিয়ে নেন। একেক বস্তায় তারা একেক ধরনের বর্জ্য পৃথক করেন পরবর্তীতে বিক্রির সুবিধার জন্য। উল্লেখ্য, এই ভ্যানগুলোর কোনটিতেই ঢাকনার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় নি। ফলশ্রুতিতে যখন বর্জ্য সংগ্রহের কাজ চলে তখন পঁচে যাওয়া বর্জ্যের দুগন্ধে আশেপাশের পরিবেশ দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। আর ভ্যানগুলো থেকে গৃহস্থালির বর্জ্য পঁচে-গলে সৃষ্ট তরল ফোঁটায় ফোঁটায় চলাচলের রাস্তায় চুইয়ে পড়তে থাকে। ফলে ময়লার ভ্যান চলে গেলেও দুর্গন্ধ থেকে যায় দীর্ঘক্ষণ।

মাঠ পরিদর্শনে লক্ষ্য করা গেছে যে গৃহস্থালি থেকে প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মীদের অধিকাংশই বয়সে কিশোর। এই কর্মীরা খালি হাতে, কোনো ধরনের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াই ময়লা পাত্র নিয়ে ভ্যানে ঢালা, ময়লা থেকে বিক্রির উপযোগি বর্জ্য তুলে নেওয়া ইত্যাদি কাজ করে থাকে। এমনকি এসটিএস'গুলোতেও এই কর্মীদের খোলা হাতে, খোলা পায়ে কাজ করতে দেখা গেছে। প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত বর্জ্য কর্মীদের বিরুদ্ধে বস্তিবাসীদের একটি প্রধান অভিযোগ হলো যে তারা প্রতিদিন গৃহস্থালির বর্জ্য সংগ্রহে আসেন না, তারা আসেন একদিন পর পর, আবার কখনও এই ব্যবধান আরও বেশি হয়। এ ধরনের স্বেচ্ছাচারী আচরণের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা রীতিমত প্রায় অসম্ভব বলে মত তথ্যদাতা বস্তিবাসীদের। কারণ এই বর্জ্য সংগ্রহের কর্মীরা নিয়োজিত হন ঠিকাদারের মাধ্যমে, যারা আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক পরিচয় বহন করেন। যেহেতু এই ঠিকাদারেরা বস্তির দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করেন না, সেহেতু বস্তির মানুষ জনের এই সম্পর্কিত অভিযোগ কাউকে জানানোরও কোনো সুযোগ নেই।

প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের সময়

মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে গৃহস্থালি থেকে প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মীরা কোনো সুনির্দিষ্ট সময় মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করে না। এই অপরিকল্পিত বর্জ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া বস্তিবাসী ও বর্জ্য সংগ্রহকারী উভয়ের জন্যই স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে, সেই সাথে পরিবেশ দূষণও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। কোনো ধরাবাধা সময় না থাকায় প্রায়ঃশই বস্তিবাসীদের অনেকেই ময়লার গাড়ির নিয়মিত দেখা পান না। উল্লেখ্য, বাড়ি-বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহের যেমন কোনো বাধা ধরা নিয়ম নেই, তেমনি নিয়ম নেই সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনগুলোতে কার্যক্রম পরিচালনা করবার। যদিও এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে নির্দেশনা থাকে, তথাপি ঠিকাদার বা সিটি কর্পোরেশনের বেতনভুক্ত কর্মী কেউই এই নির্দেশনা মেনে চলেন না।

"সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে হয় বিকেলে কিংবা রাতে তারা বর্জ্য সংগ্রহের কাজটি করবে। সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনের অপারেটরকেও বলে দেওয়া আছে যে দুপুর ১২টা'র পূর্বে যেনো এসটিএস'র গেট না খোলে। কিন্তু, লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কেউই এই নির্দেশনা মেনে চলছে না।"

- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর একজন কর্মকর্তা

সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

পলিসি গবেষণার অংশ হিসেবে ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পৃথক দু'টি এসটিএস'র কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। দু'টি এসটিএস'ই ব্যস্ত রাস্তার পাশে অবস্থিত এবং কার্যক্রম চলছে এমন অবস্থায় পাওয়া গেছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পর্যবেক্ষিত এসটিএস'টি গাবতলী বাস টার্মিনাল সংলগ্ন এবং এটিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তুলনামূলক ভালো পাওয়া গেছে। এখানে এসটিএস'র বাইরে কোনো বর্জ্যের ভ্যান পার্ক করা অবস্থায় পাওয়া যায় নি, কোনো ময়লা আবর্জনার স্তুপ এসটিএস'র দেয়ালের বাইরে দেখা যায় নি, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে যদিও এই এসটিএস'টি একটি ব্যস্ত হাইওয়ে সংলগ্ন তথাপি এটি সহসাই সকলের দৃষ্টিগোচর হবে না। তবে এই এসটিএস'র একটি বড় নেতিবাচক দিক হলো এখানে যাদের কাজ করতে দেখা গেছে, তাদের কেউই কোনো ধরনের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করেন নি।

"আমরা এটা ময়লা নেওয়ার লোকগুলোর কাছ থেকে আশা করি যে তারা অন্তত দিনের বেলা'টা এড়িয়ে চলবে। দুঃখের বিষয় হলো, এর কোনো টাইমটেবিল নাই। সকালেও আসতে পারে, বিকালেও আসতে পারে, আবার সন্ধ্যায়ও আসতে পারে।"

- হাজারীবাগ বালুরমাঠের একজন বস্তিবাসী

এর প্রায় বিপরীত চিত্র দেখা গেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১৪ নং ওয়ার্ড এর জন্য বিশেষায়িত এসটিএস'তে। প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের ভ্যানগুলোকে দেখা গেছে এলোপাতারি এসটিএস'র সামনে ব্যস্ত রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। আর এসটিএস'র ভিতরে পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা কাজ করছিল গোমট ও বিপজ্জনক পরিবেশে। যদিও এসটিএস'র ভেতরেই পর্যাপ্ত জায়াগা ছিল, তথাপি লক্ষ্য করা গেছে যে এসটিএস'র বাইরে গৃহস্থালির ময়লার স্তুপ করে রাখা হয়েছে। আর ঠিক সবের গা ঘেষেই ভীষণ ব্যস্ত রাস্তায় চলাচল করছেন হাজার হাজার মানুষ।

বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ

ঢাকা শহরে কঠিন বর্জ্যের পদ্ধতিগত পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের কোনো ব্যবস্থা বিদ্যমান নেই। তথাপি, বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ বাণিজ্য ঢাকার উভয় সিটি কর্পোরেশন এলাকাতেই একটি বৃহৎ অর্থনৈতিক খাত। আর শহরের প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষ বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত পেশার সাথে জড়িত। এই মানুষজনের সিংহ ভাগেরই বসবাস ঢাকা শহরের বিভিন্ন বস্তিতে এবং তারা মূলত গৃহস্থালির বর্জ্য থেকে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ যোগ্য বর্জ্য সংগ্রহের কাজটি করে থাকে।

হাজারীবাগের বউবাজার এলাকার একটি পুনঃপ্রক্রিয়া যোগ্য বর্জ্য কেনা বেচার দোকান

উল্লেখ্য, বর্জ্য সংগ্রহকারী পেশায় নিয়োজিত মানুষের একটি বড় অংশই বয়সে শিশু। মাঠ পরিদর্শনের সময় হাজারীবাগ এলাকার একটি অননুমোদিত ময়লার স্তূপ থেকে ময়লা সংগ্রহ করতে দেখা গেছে মা এবং তার শিশু পুত্র'কে। এই মা এবং শিশুর মতোই অধিকাংশ পুনঃপ্রক্রিয়া যোগ্য বর্জ্য আহরণকারী তাদের জীবনকে অসচেতনভাবে ঠেলে দিচ্ছেন মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে। কারণ স্ব-নিয়োজিত এই পেশার স্বাস্থ্য সুরক্ষার কোনো বালাই নেই।

উল্লেখ্য, শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়ার পণ্য কেনা বেচার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠছে। মাঠ পরিদর্শনের সময় বউবাজার এলাকা ও বেড়ি বাধের সড়কের পাশে এ ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দৃষ্টিগোচর হয়েছে অন্তত ডজন খানেক। এ ধরনের অনানুষ্ঠানিক ব্যবসা পরিচালনা তদারকির জন্য কোন ধরণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই। আর এটিকেই পুঁজি করে এই ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ীরা এলাকার মানুষ জনের সুবিধা-অসুবিধার কথা ন্যূনতম বিবেচনায় না এনে নির্বিচারে পরিবেশ দূষণ ঘটিয়ে যাচ্ছে।

"যারা রিসাইকেল করা যায় এমন প্লাস্টিকের ব্যবসার সাথে জড়িত, তারা খোলা বাতাসে প্লাস্টিক পুড়িয়ে গলায়। আর এতে সৃষ্টি হয় মারাত্মক ক্ষতিকর গ্যাস। এই বিষাক্ত ধোয়া আমাদের এই ঘন বসতিপূর্ণ বস্তি এলাকার পরিবেশ আরোও বেশি দূষিত করছে।"

- বউবাজার বস্তির নারী ইয়ুথ গ্রুপ সদস্য

"শারীরিক প্রতিবন্ধী আর বয়স্ক মানুষজন মূলত প্রধান শিকার। তারা শারীরিক এবং মানসিক দু'দিকেই ভুগছেন। সেই সাথে বয়ঃসন্ধির কিশোরীরাও আক্রান্ত হচ্ছে। এদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ হচ্ছে।"

- ইয়ুথ দলের সদস্য, বউবাজর বস্তি

হাজারীবাগ এর বেড়িবাধ সংলগ্ন, প্রধান সড়কের পাশেই, একটি অবৈধ বর্জ্যের স্তূপ থেকে বর্জ্য আহরণ করছেন মা ও তার শিশু

বস্তির বর্জ্য যাচ্ছে কোথায়?

বস্তি এলাকার প্রতিদিন উৎপাদিত বর্জ্যের একটি বড় অংশই থেকে যায় অসংগৃহীত। শেষতক এই অসংগৃহীত বর্জ্যের শেষ গন্তব্য হয় রাস্তার পাশে, কাছাকাছি পতিত জমিতে, সংলগ্ন নালা, খাল এবং জলাভূমিতে। সবচাইতে মারাত্মক ব্যাপার হলো ঢাকা শহরের তথাকথিত নগরায়িত অংশের ময়লা-আবর্জনা রাতের অন্ধকারে চলে আসে বস্তি এলাকাগুলোতে। কারণ এখানে অবৈধ নিষ্কাশন করলে বাধা দেবার বা শাস্তি প্রদানের কেউ নেই। এক দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলছিলেন যে এই আবর্জনায় দালান কোঠার নির্মাণের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য, মৃত প্রাণী, মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় ইত্যাদি বর্জ্য লক্ষ্য করা যায়।

নারী স্বাস্থ্য, শিশু ও বয়স্কদের উপর বর্জ্য অব্যবস্থাপনার প্রভাব

গৃহস্থালী বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা শহরের বস্তি এলাকার মানুষজনের জন্য সৃষ্টি করছে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি। বয়ঃবৃদ্ধ মানুষজন শ্বাসতন্ত্রীয় রোগ, হৃদরোগ সহ নানা ধরনের চর্মরোগে ভুগছেন। আর শিশুদের ক্ষেত্রে ডায়রিয়া, শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা, এলার্জির সমস্যা সহ নানা ধরনের চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। গর্ভবতী মায়েরাও মুখোমুখি হচ্ছেন মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির। বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েরা ময়লা পঁচে সৃষ্ট দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারেন না, বমি করে দেন, যেটি গর্ভের শিশুর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

আবর্জনা জমে বন্ধ হয়ে গেছে ম্যানহোলে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পথ - ফিল্ড ফটো

"শিশুরা প্রায়ই পেটের সমস্যা, চর্মরোগ, সর্দি-কাশি সহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আমাদেরকে অনেক ফি দিয়ে আমাদের বাচ্চাদের জন্য ডাক্তার দেখাতে হয়।"

- গৃহিণী, হাজারিবাগ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইয়ুথ গ্রুপ ও কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা

নগরীর কঠিন বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ইয়ুথ গ্রুপ ও কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। সুনির্দিষ্টভাবে বললে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণে গঠিত দলগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মাঝে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে পারে। ঢাকা কলিং প্রকল্পের ইয়ুথ দলগুলোর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মধ্যদিয়ে এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে ঢাকা কলিং প্রকল্পের কয়েকজন ইয়ুথ গ্রুপ সদস্যের ভাবনা-চিন্তা তাদের ভাষায় তুলে ধরা হলো:

> "আমরা বাড়ি-বাড়ি বর্জ্য নিতে আসা কর্মীদের সাথে কথা বলছি, যেন তারা বর্জ্য সংগ্রহের কার্যক্রমটি নিয়মিত পরিচালনা করে।"
>
> - ইয়ুথ গ্রুপ সদস্য, কড়াইল

> "একসাথে কথা বলার জন্য আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা উচিত। কারণ একার কথা খুব কমই গুরুত্ব দেওয়া হয়।"
>
> - ইয়ুথ গ্রুপ সদস্য, বউবাজার

> "আমরা সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে আমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দিতে চাই।"
>
> - ইয়ুথ গ্রুপ সদস্য, বউবাজার

> "আমাদেরকে সচেতনতা বিকাশ মূলক কার্যক্রম শুরু করতে হবে মূলত নিজ পরিবার থেকে।"
>
> - ইয়ুথ গ্রুপ সদস্য, কড়াইল

কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা জানান যে শক্তিশালী আন্দোলন যে কোনো অনিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে শেষতক সাফল্য বয়ে আনে। তারা সংঘবদ্ধভাবে দাবি-দাওয়ার বিষয় উত্থাপনের জন্য প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠার প্রতি জোর দেন। কারণ সংঘবদ্ধ কণ্ঠস্বর একক ব্যক্তির কণ্ঠস্বরের চাইতে অনেক বেশি জোরালো। এক ধরনের প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা গেলে সংক্ষুব্ধ বস্তিবাসীরা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ঠিকাদারের সাথে সভায় বসতে পারবেন, যেখানে তারা তাদের দুর্ভোগ এবং বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার কথা তুলে ধরতে পারবেন।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভারত ও নেপালের দৃষ্টান্তমূলক চর্চাসমূহ

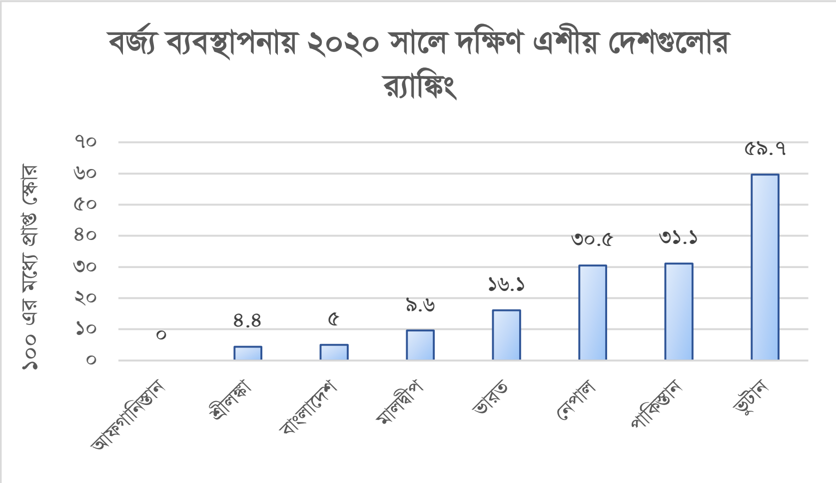

উৎস: ২০২০ ইপিআই প্রতিবেদন

এনভায়রনমেন্টাল পারফর্মেন্স ইনডেক্স (ইপিআই) এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী ২০২০ সালে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ১০০ এর মধ্যে বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর ৫। আর এই স্কোর নিয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অবস্থান ইপিআই জরিপের আওতাভুক্ত ১৩৩টি দেশের মধ্যে ১১৭ তম।

ভারত এবং নেপাল, প্রতিবেশি দু'টি দেশের স্কোরই বাংলাদেশের চাইতে বেশ ভালো। পলিসি গবেষণায় বিভিন্ন সেকেন্ডারি উৎস থেকে এই দু'টি দেশের বিভিন্ন শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক ও দৃষ্টান্তমূলক চর্চাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভারতের কেরালা রাজ্যের কচি পৌর কর্পোরেশন এর উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে এই পৌর কর্তৃপক্ষ পৌর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উৎসে পৃথকীকরণের উপর জোর দিয়েছে। সেই সাথে পৃথকীকৃত পঁচনশীল বর্জ্য থেকে জৈবসার উৎপাদনে জোর দিয়ে ময়লার ভাগাড়ের চাহিদা'কে কমিয়ে এনেছে। একই ভাবে ভারতের গোয়া রাজ্যের পানাজি সিটি কর্পোরেশনও উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণের উপর জোর দিয়েছে। এই নগর কর্তৃপক্ষ উৎসে বর্জ্যকে অন্তত ছয়টি ভাগে ভাগ করে এবং গৃহস্থালির পঁচনশীল বর্জ্য থেকে জৈব সার প্রস্তুত করে। আর অন্যান্য বর্জ্যকে খুবই গোছানো ভাবে পুনঃপ্রক্রিয়া করে। এই নগর কর্তৃপক্ষ তাদের এই সাফল্য অর্জনে উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং 'কোনো বর্জ্য ময়লার ভাগাড়ে নয়' এ ধরনের শক্তিশালী ক্যাম্পেইন চালিয়েছিল। আর সেই সাথে নগর কর্তৃপক্ষ নতুন নতুন উদ্ভাবনকে স্বাগত জানিয়েছেন, যা তাদের এই সাফল্য এনে দিয়েছে। অন্যদিকে, অন্ধ্র প্রদেশ এর বিদ্যাওয়াদা পৌর কর্পোরেশন তাদের নগর এলাকায় উৎপাদিত পৌর বর্জ্যের সকল জৈবাংশ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেই সাথে বিকেন্দ্রীভূত পদ্ধতির মাধ্যমে পঁচনশীল বর্জ্যকে ভর্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার হিসেবে রূপান্তরের কৌশল হাতে নিয়েছে।

নেপাল এর কাঠমন্ডু উপত্যকার জেলা ভক্তপুরের পৌর কর্তৃপক্ষ বর্জ্য ব্যস্থাপনায় নিজের কর্মীদের নিয়োজিত করার পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে পৌর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ঠিকাদার নিয়োগ করে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিজস্ব পরিদর্শক দ্বারা নিবিড় পরিবীক্ষণ করার মাধ্যমে এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পৌর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই শহরটি একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অন্যদিকে নেপাল এর রাপ্তি জোন এর ত্রিভুবন পৌরসভা এর রাজস্ব আয়ের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ পরিবেশবান্ধব পৌর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করে থাকে।

আইনী কাঠামো/বিধান

সুনির্দিষ্টভাবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোনো আইন বা বিধিমালা অদ্যাবধি প্রকাশ করা হয় নি। ঢাক শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মূলত তিনটি আইনী কাঠামো, যথা: পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর উপর ভিত্তি করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশের সংবিধানে পরিবেশ সংরক্ষণ

বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ২০১১ সালে '১৮ ক' অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর বিধানাবলী

- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এর ২ (ঠ) ধারায় বর্জ্যের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।
- ৪ (২) (গ) ধারা অনুযায়ী পরিবেশ অধিপ্তরের মহাপরিচালক বিপজ্জনক পদার্থ বা এর উপাদানের পরিবেশ সম্মত ব্যবহার, সংরক্ষণ, পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ বা ক্ষেত্রমত নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।
- ৪ (২) (ঘ) ধারা মতে মহাপরিচালক পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও দূষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি অনুসন্ধান, গবেষণা ও অনুরূপ কাজে অন্য যে কোনো কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান করতে পারবেন।
- ধারা ৪ (২) (ঙ) অনুযায়ী অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও উপশমের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।
- ধারা ৪ (২) (জ) অনুসরণ করে মহাপরিচালক পানীয় জলের মান অনুসরণে মান পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে পরামর্শ বা ক্ষেত্রমত নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।
- ৪ (৩) ধারা অনুযায়ী মহাপরিচালক মানবজীবনের জন্য ক্ষতিকর যে কোনো দূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।
- ধারা ৭ অনুযায়ী মহাপরিচালক প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন রোধে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক তা পরিশোধ ও যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।
- ধারা ৮ (১) মতে পরিবেশ বিপর্যয় বা দূষণ নিয়ন্ত্রণে বা প্রতিকারের জন্য মহাপরিচালক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আবেদন গ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- ধারা ৮ (২) অনুযায়ী মহাপরিচালক যে কোনো আবেদন নিষ্পত্তিকরণ কল্পে গণশুনানী সহ যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।
- ধারা ১২ এর বর্ণনা মতে পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোনো এলাকায় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না।
- ধারা ১৩ মতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্রশমন ও পরিবেশ সংক্ষণে জন্য সরকার প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও জারি করতে পারবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধানাবলী

এই বিধিমালায় মূলত বিপজ্জনক শিল্প বর্জ্য ও এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

- এই বিধিমালার তফসিল ১ এর আইটেম নম্বর ৪৬ অনুযায়ী গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক ও শিল্প বর্জ্য নিষ্কাশনের ময়লার ভাগাড়'কে (ল্যান্ডফিল) লাল শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।
- সেই সাথে এই বিধিমালায় বর্জ্য দাহনযন্ত্র পরিচালনা কার্যক্রমকেও লাল শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলী

এই আইনটিতে মূলত প্রশাসনিক ও কাঠামোগত বিধি ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আইনটিতে মোট ৮টি তফসিল রয়েছে, যেগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত খুবই সামান্য কিছু বিষয় সন্নিবেশন করা হয়েছে।

- তফসিল ৩ (১) অনুযায়ী বর্জ্য সংগ্রহ, নিষ্কাশন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সিটি কর্পোরেশন উন্মুক্ত স্থান, টয়লেট, নর্দমা, গৃহস্থালী ও অন্যান্য স্থান থেকে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- এই আইনের তফসিল ৩ (১.৭) এ বর্জ্য অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনাকে সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম মূখ্য দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই তফসিল অনুযায়ী কর্পোরেশনের কর্মচারীগণ কর্তৃক বা তাদের তত্ত্বাবধানে অপসারিত বা সংগৃহীত আবর্জনা ও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত পাত্র বা আধারে জমাকৃত বর্জ্য কর্পোরেশনের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।
- এই আইনের তফসিল ৫ এর আইটেম নম্বর ১৩ তে বর্ণিত ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরশনকে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।
- এই আইনের অধীনে সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন সংযোজিত হয়েছে।

জাতীয় থ্রি আর (প্রশমন, পুনঃব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ) কৌশল, ২০১০

পরিবেশ অধিদপ্তর ২০১০ সালে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় থ্রি আর কৌশল প্রণয়ন করেছে। এতে বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ ও অপসারণের জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে। মূলত এই কৌশল পত্রে উন্মুক্ত স্থানে, নদী, বন্যা প্রবাহ অঞ্চল ও অন্যান্য স্থানে ময়লা ফেলা বন্ধে এবং ময়লা পৃথকীকরণ, পুনঃব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সম্পদে রূপান্তর সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০২১

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ২০২১ সালে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র গ্রহণ করেছে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসণে কঠিন বর্জ্যের বিধিসম্মত ব্যবস্থাপনাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে। এখানে কারিগরী সমস্যার নিরসনের পাশাপাশি বর্জ্যকে সম্পদের সাথে তুলনা করে এর মূল্য জনগণকে অবহিতকরণে জনসচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় 'থ্রি-আর' (রিডিউস, রিইউজ ও রিসাইক্লিং) কৌশলপত্র যৌথভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পুনর্বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। এই কৌশলপত্রে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কৌশলগত দিকনির্দেশনার মূল বৈশিষ্ট্যে বলা হয়েছে:

১. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কঠিন বর্জ্যের উৎসস্থলেই তা পৃথকীকরণে উৎসাহিত করা হয়েছে।
২. কমিউনিটিভিত্তিক অথবা বেসরকারি উদ্যোক্তাভিত্তিক প্রাথমিক সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও পরবর্তীতে তা স্থানীয় সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মাধ্যমিক পর্যায়ের সংগ্রহ (সেকেন্ডারি কালেকশন), পরিবহন ও চূড়ান্ত অপসারণ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করনে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।
৩. মেডিক্যাল বর্জ্য এবং বর্তমানে উদ্ভূত বর্জ্য প্রবাহ যেমন, ইলেকট্রনিক বর্জ্যের মত বিপদজনক বর্জ্যের বিশেষ ব্যবস্থাপনা ও পরিশোধনের বিষয়গুলো বিবেচনা রাখা।
৪. কম্পোস্টিং, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদনের মাধ্যমে জৈব বর্জ্য পুনঃচক্রায়ন পদ্ধতি অনুসরণ।

৫. দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় রেখে শহরাঞ্চলের জন্য স্যানিটারি বর্জ্য দিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত ভূমি ভরাট অথবা পরস্পর নিকটবর্তী কয়েকটি শহরের জন্য একইভাবে আঞ্চলিক ভূমি ভরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করা; এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে যেখানে প্রয়োজন এ কাজের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে ভূমি বরাদ্দের বিধান রাখা।

৬. জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মিথেন গ্যাস সংগ্রহের সুযোগ রেখে স্বাস্থ্যসম্মত ভূমি ভরাট, নকশা প্রণয়ন করা, যার ফলশ্রুতিতে সম্ভাব্য বৈশ্বিক উষ্ণায়নের (গ্লোবাল ওয়ার্মিং) ফলে সৃষ্ট গ্রীণহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস পাবে।

৭. হাঁটার রাস্তা, রাস্তার আশেপাশের এলাকা ও অন্যান্য জনসমাগমস্থলে বর্জ্য পদার্থ রাখা প্রতিরোধ করা।

৮. বড় শহরগুলোতে অথবা পরস্পর নিকটবর্তী কয়েকটি শহরের জন্য গুচ্ছ কেন্দ্রভিত্তিক বর্জ্য দহন (ইনসিনারেশন) প্রক্রিয়ায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধারণাটি পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করতে হবে যা ভবিষ্যতে বর্জ্যকে শক্তিতে রূপান্তরের সুযোগও সৃষ্টি করবে।

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০২১ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
কঠিন বর্জ্যের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর ও নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	সেক্টর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে থ্রি-আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন) এর উপাদান অন্তর্ভুক্তিক্রমে ২০২২ সালের মধ্যে উন্নত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের উপর অবস্থান পত্র (পজিশন পেপার) প্রস্তুত করা।
	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর ও নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	- ২০২২ সালের মধ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসহ নগর স্যানিটেশনের লক্ষ্যে ডিপিএইচই, এলজিইডি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় প্রক্রিয়া চালু। - সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান শুরু করা এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রাখা।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর	- ২০২২ সালের মধ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যবস্থা চিত্র প্রণয়নের জন্য তালিকা প্রস্তুত ও ম্যাপিং শুরু করা। - ২০২৩ সালের মধ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবহারসহ চলমান দূষণ হার সম্পর্কিত চিত্রের উন্নয়ন। - ২০২২ সালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সেক্টরে গৃহীত প্রকল্পে থ্রি-আর নীতি বাস্তবায়নের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। - ২০২৫ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৫০% পৌরসভায় সমন্বিত বর্জ্য শোধনাগার সুবিধা স্থাপন।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর	- ২০২৪ সালের মধ্যে বড় শহরগুলোতে অথবা পরস্পর নিকটবর্তী কয়েকটি শহরের জন্য গুচ্ছ কেন্দ্রভিত্তিক বর্জ্য দহন প্রক্রিয়ায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধারণাটি পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ। - ২০২২ সালের মধ্যে বর্জ্যকে শক্তিতে রূপান্তরের সুযোগ অন্বেষন।

খসড়া বর্জ্য (কঠিন বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১

যেহেতু বর্জ্য (কঠিন বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা এখনো খসড়া পর্যায়েই রয়ে গেছে, সেহেতু এর কোনো বাস্তবিক প্রায়োগিকতা নেই। তথাপি, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূলনীতিসমূহ এই খসড়া বিধিমালার মাধ্যমেই এক সময় পূর্ণরূপ লাভ করবে বিধায় খসড়া এই বিধিমালাটির গভীর বিচার বিশ্লেষণ জরুরি। এর মধ্যদিয়ে বিধিমালাটি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অধিকতর গতিশীল ও ফলপ্রসূ হবে।

- বিধিমালাটির অন্যতম ইতিবাচক দিক হলো, এর ৭ (ণ) বিধিতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উন্নয়ন কল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- এই বিধিমালার তফসিল ২ এ বর্জ্যের ভাগাড় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

আইনী সীমাবদ্ধতাসমূহ

বাংলাদেশে অদ্যাবধি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোনো আইন বা বিধি প্রণীত হয় নি। কোনো আইন বা বিধিমালাতে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, অপসারণ, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ তথা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কোনো আলোকপাত করা হয় নি। উল্লেখ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ও স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এ কেবল বর্জ্যের সংজ্ঞা, সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা প্রণয়ন অতীব জরুরি।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

এই আইনটি মূলত একটি ছত্র বা ছাতা আইন। পরিবেশ সংরক্ষণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই আইনে সন্নিবেশত হলেও পৌর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এই আইন অপর্যাপ্ত।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৫

- এই বিধিমালার তফসিল ৮ এ বর্জ্যের গন্ধের মানমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, যা মূলত শিল্প উৎপাদনকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে। বিধিমালার এই অংশে পৌর বর্জ্যের সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন কিংবা বর্জ্যের ভাগাড়ে গন্ধের মানমাত্রা কেমন হবে সে সম্পর্কিত কোনো উল্লেখ নেই।
- এই বিধিমালার তফসিল ১ এ সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনকে তালিকাভুক্ত করা হয় নি, যদিও এ ধরনের স্টেশনগুলো প্রজেক্ট বা প্রকল্পের ন্যায় কার্যকর।
- একইভাবে প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনকেও এই বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯

- সিটি কর্পোরেশন আইনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত খুব সামান্য আলোচনাই সন্নিবেশিত হয়েছে।
- যদিও এই আইনের তফসির ৩ (১.৫) এ উল্লেখ রয়েছে যে সিটি কর্পোরেশন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, কিন্তু যথোপযুক্ত ব্যবস্থা কিভাবে গ্রহণ করবে সে সম্পর্কিত বিষয়টি এই আইনে সুস্পষ্ট করা হয় নি।

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০২১ (পরিমার্জিত)

- এই কৌশলে 4R এর কোন উল্লেখ নেই।
- কৌশলটিতে কমিউনিটি ভিত্তিক এবং/অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা ভিত্তিক প্রাথমিক সংগ্রহ ব্যবস্থার বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও তা কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে তার কোন উল্লেখ নেই।
- এই কৌশলে বর্জ্য পোড়ানো বা ভস্মীভূত করার বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হলেও তা কিভাবে পরিবেশ দূষণের বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করবে তা স্পষ্ট নয়। কৌশলটিতে মনিটরিং, তত্ত্বাবধান এবং বাজেট বরাদ্দ ও বন্টনের (শহুরে দরিদ্রদের মাঝে) প্রক্রিয়াটি অনুপস্থিত।

খসড়া বর্জ্য (কঠিন বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১

- এই খসড়া বিধিমালাটিকে সামগ্রিক বিচারে একটি অতি সাধারণীকৃত আইনী কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বিধিমালাটির ধারা ৫ (১) (খ) এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এখানে গৃহস্থালীর কাঠামো, জীবনযাপন পদ্ধতি, বিশেষ করে শহুরে ঘনবসতি বস্তি এলাকাকে বিবেচনায় আনা হয় নি।
- ধারা ৭ (চ) এ স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির মাধ্যমে বর্জ্য সেবা প্রদান পূর্বক সেবামূল্য বা ফি ধার্য করবার ক্ষেত্রে নগরবাসীর সাথে কোনো রূপ আলোচনা বা পরামর্শের বা তাদের মতামত গ্রহণের অবকাশ রাখা হয় নি।
- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যা বিধিমালার ধারা ৭ (চ) এ উল্লেখ রয়েছে, নগরের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষজনের জীবন-জীবিকায় বড় ধরনের বাড়তি ঝুঁকি আরোপ করতে পারে। কেননা, এই পদ্ধতি'র মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্বল হলে নগরীর বস্তি এলাকা, নিম্নভূমি এবং জলশয়গুলোই হবে অবৈধভাবে বর্জ্য নিষ্কাশনের নিশানা।
- এই বিধিতে বর্জ্যের ভাগাড়ে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ও স্নানের সুবিধা রাখার কথা বলা হলেও প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, বর্জ্য পৃথকীকরণ ও সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনের কাজের সাথে নিয়োজিত কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা স্নানাগারের সুবিধা রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা হয় নি।
- খসড়া এই বিধিমালাটিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় নগরবাসীর সাথে নগর কর্তৃপক্ষের আলোচনা বা সীদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।
- একটি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন স্থাপন এবং এর পরিচালনা পদ্ধতি কেমন হবে এ সম্পর্কিত বিষয় এই খসড়া বিধিমালায় গুরুত্ব পায় নি। এ সম্পর্কিত নির্দেশনা সুস্পষ্ট করে একটি নতুন তফসিল খসড়া এই বিধিমালায় সংযোজন করা প্রয়োজন।
- যদিও খসড়া এই বিধিতে (ধারা ২ (৩০)) বর্জ্য পরিবহন কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করা হলেও প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের সময়, মাত্রা, প্রয়োজনীয় জনবল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় নি।
- ধারা ১১ (৩) (ছ) এ জাতীয় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ন্যূনতম বাৎসরিক সভার সংখ্যা দু'টির উল্লেখ করা হলেও এই সংখ্যা বৃদ্ধি করে বছরে অন্তত ছয়'টি সভায় উন্নীত করা প্রয়োজন।
- ধারা ১১ (১) অনুযায়ী জাতীয় কমিটিতে বস্তিবাসী, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মী এবং বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ এর সাথে সম্পৃক্তদের কোনো প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।
- এই বিধির তফসিল ২ (খ) (৭) এ যদিও বর্জ্যের ভাগাড়ে (ল্যান্ডফিল) নিয়োজিত যানবাহনের পার্কিং, পরিচ্ছন্ন ও ধৌতকরণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত যানবাহনগুলোর ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় নি।
- এই বিধিতে বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের ব্যবসা পরিচালনার স্থান, ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্যপালনীয় বিষয়াবলী ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

খসড়া বর্জ্য (কঠিন বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১ সংস্কারের জন্য সুপারিশমালা

১. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা প্রণয়ন জরুরি। বিশেষ করে খসড়া কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ চূড়ান্তকরণ এবং যথাযথ পরিবীক্ষণের বিধান কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালায় রাখতে হবে।
২. সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনকে অবশ্যই পরিবেশ সংক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ লাল অথবা কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত করতে হবে। একইভাবে প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন কার্যক্রম পরিচালনাকেও লাল অথবা কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত করতে হবে।
৩. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন এর কার্যক্রম পরিচালনায় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
৪. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর আওতায় সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন ও ল্যান্ডফিল এর গন্ধ পরিমাপের মানমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
৫. খসড়া বর্জ্য (কঠিন বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ চূড়ান্তকরণের পূর্বে ঘরবাড়ির ধরণ, জীবনযাপন পদ্ধতি বিশেষত শহরের ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিবেচনায় নিতে হবে।
৬. খসড়া বর্জ্য (কঠিন বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মত বিনিময়ের বিধান রাখতে হবে এবং শিক্ষা কারিকুলামে অর্ন্তভূক্তির বিষয় উল্লেখ করতে হবে।
৭. বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের ব্যবসা পরিচালনার স্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবশ্য পালনীয় নির্দেশনা এই বিধিমালার মাধ্যমে স্পষ্ট করতে হবে।

৮. বর্জ্যের ভাগাড়ে নিয়োজিত কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয় যেমন খসড়া কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালায় সম্পৃক্ত হয়েছে, একই ভাবে প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মী ও সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে কর্মরত কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও ইন্স্যুরেন্সের বিষয়টিও এই বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৯. এই বিধিমালায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পৃক্ত যেকোনো সীদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক ও গণতান্ত্রিক করবার বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে, যাতে করে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

১০. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিধিমালায় সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন পরিচালনা সম্পর্কিত একটি তফসিল সংযোজন করতে হবে।

১১. প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের সময়, প্রয়োজনীয় জনবল, অন্যান্য অবকাঠামো ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত নির্দেশনা বিধিমালাতে সংযোজন করতে হবে।

১২. জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে বস্তিবাসী ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৩. এই খসড়া বিধিমালার তফসিল ২ (খ) (৭) এ প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত যানবাহনের পার্কিং, ধৌতকরণ, পরিচ্ছন্নতা কর্মীর টয়লেট এবং পানি সরবরাহের বিষয়টি সম্পৃক্ত করতে হবে।

১৪. জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি'র বাৎসরিক ন্যূনতম সভার সংখ্যা দুইয়ের অধিক করতে হবে।

ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জন্য সুপারিশমালা

১. সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনকে অবশ্যই পরিবেশ সংক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ লাল অথবা কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত করতে হবে। একইভাবে প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন কার্যক্রম পরিচালনাকেও লাল অথবা কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত করতে হবে।

২. সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০২১ চূড়ান্ত করতে হবে।

৩. উভয় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে বস্তি সংলগ্ন এলাকায়, রাস্তারপাশে, পতিত জমি ও জলাভূমিতে অবৈধ বর্জ্য নিষ্কাশন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪. নিয়োজিত অনুমোদিত ঠিকাদারদের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে করে বস্তিবাসী সহ সকল নগরবাসীর পক্ষ থেকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত অভিযোগ ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে আসে। শহরের দ্ররিদ জনগোষ্ঠীর অভিযোগ শোনা ও নিস্পত্তিকরণের প্রক্রিয়া দাঁড় করাতে হবে।

৫. বস্তি এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা এবং ময়লা সংগ্রহের ফি কমানো একই সংগে সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে বিনা মূল্যে ময়লা ফেলার অনুমোদন দেয়া।

৬. বিশেষ কিছু গ্রুপ যেমন তরুণ, বর্জ্য সংগ্রাহক, বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত কর্মী ইত্যাদি গ্রুপগুলোর সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উভয় সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকেই সচেতনতা বিকাশে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। নিম্ন আয়ের কমিউনিটির মানুষদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৭. নগরবাসীর আচরণগত পরিবর্তন আনয়নে উভয় সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সমন্বিত পরিকল্পনা ও মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৮. বর্জ্যের ভাগাড়ে নিয়োজিত কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয় যেমন খসড়া কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালায় সম্পৃক্ত হয়েছে, একই ভাবে প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মী ও সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে কর্মরত কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও ইন্স্যুরেন্সের বিষয়টির দিকে নজর দিতে হবে

৯. বিদ্যমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা'র স্ট্যান্ডিং কমিটি'তে নগর বস্তিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

১০. বিভিন্ন এনজিও ও কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্তকরণের মধ্যদিয়ে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নগরবাসীকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ ও কমিউনিটিগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করতে হবে।

১১. কঠিন বর্জ্য হ্রাস করার দিকে জোর দেওয়া এবং বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরকরণে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার বিষয়ে পদক্ষেপ নিবে হবে।

১২. সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত যানবাহনের পার্কিং, ধৌতকরণ, পরিচ্ছন্নতা কর্মীর টয়লেট এবং পানি সরবরাহের বিষয়টি সম্পৃক্ত করতে হবে।

১৩. জনস্বার্থের সুবিধার্থে রাতের বেলায় বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট ভাগাড়ে নিয়ে যাওয়া।

১৪. নগরের সকলস্তরের অংশীজনের অংশগ্রহণে 4R বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

শহরের বস্তি এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী এনজিওগুলোর জন্য সুপারিশমালা

- আইন প্রণেতা ও অন্যান্য নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষের সাথে শহরের বস্তিবাসীদের সংলাপের আয়োজন করতে হবে, যাতে করে তারা তাদের সমস্যার কথাগুলো নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে।
- একটি পূর্ণাঙ্গ ও টেকসই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালার জন্য এনজিও, যুব গ্রুপ ও কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিপরামর্শ কার্যক্রমকে বেগবান করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলোর উদ্যোগে বস্তিবাসী, ঠিকাদার, ওয়ার্ড অফিস ও কাউন্সিলরদের অংশগ্রহণে নিয়মিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সভার আয়োজন করতে হবে।
- আচরণগত পরিবর্তন, সংঘবদ্ধ মতামত প্রদান ও সামগ্রিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে তরুণ দল ও কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে।
- একটি পরিবেশ বান্ধব টেকসই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে শহরের বস্তিবাসী, প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মী ও বর্জ্য হতে প্রক্রিয়াজাতকরণ যোগ্য বর্জ্য আহরণকারী কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ইতিবাচক সবচাইতে ভালো চর্চাগুলোকে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এলাকায় ছড়িয়ে দিতে এনজিওগুলোকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং সেই সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এই দু'টি আইনী কাঠামোই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিস্তৃত বিষয়াবলীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তথাপি, এই দু'টি আইনী কাঠামোর কোনটিই সুনির্দিষ্টভাবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর আলোকপাত করে নি। ফলশ্রুতিতে পরিবেশ বিপর্যয় থেকে সুরক্ষায় এবং নগরবাসীর জন্য একটি ন্যায্যতা ভিত্তিক বসবাস উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ আইনী কাঠামো দ্রুততার সাথে দাঁড় করাতে হবে। আর এই লক্ষ্যে সরকারের খসড়া বর্জ্য (কঠিন বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়নের উদ্যোগটি বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খসড়া এই বিধানাবলীকে যত দ্রুত সম্ভব একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া এবং এটিকে নগর দরিদ্র-বান্ধব টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান আইনী কাঠামো হিসেবে ঢাকা শহর ও এর বাইরে যথাযথ প্রয়োগ করা।

তথ্যসূত্র

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫।

Bangladesh Environmental Sustainability and Transformation Project. The World Bank: Available at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/761221585204062672/text/Concept-Project-Information-Document-PID-Bangladesh-Environmental-Sustainability-and-Transformation-Project-P172817.txt (Accessed on 25 August 2021).

Best Practices on Solid Waste Management in India. Available at: Best Practices on Solid Waste Management in India - Resources • SuSanA (Accessed on 25 August 2021).

Best Practices on Solid Waste Management of Nepalese Cities. Published by: Practical Action Nepal on November 2008.Available at: https://www.nswai.org/docs/Best%20practices%20on%20solid%20waste%20management%20of%20Nepalese%20cities.pdf (Accessed on 25 August 2021).

Children in cities. Available at: https://www.unicef.org/bangladesh/en/children-cities%C2%A0 (Accessed on 22 August 2021).

Contribution of the Waste Pickers of Dhaka City in Recycling and Waste Management, by A K M Maksud, Grambangla Unnayan Committee, Bangladesh. Int J Waste Resour 2017. Available at: https://www.longdom.org/proceedings/contribution-of-the-waste-pickers-of-dhaka-city-in-recycling-and-waste-management-38644.html (Accessed on 25 August 2021).

Dhaka, Bangladesh Metro Area Population. Available at: https://www.macrotrends.net/cities/20119/dhaka/population (Accessed on 20 August 2021).

Dhaka North City Corporation on Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Dhaka_North_City_Corporation (Accessed on 22 August 2021).

Dhaka North City Corporation Waste Report 2016-2017. Available at: http://dncc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dncc.portal.gov.bd/notices/6fbdcf34_b55a_4fd2_887f_6e78d5ada3c5/Waste%20Report%202016-2017.pdf (Accessed on 24 August 2021).

DSCC at a Glance. Available at: http://www.dscc.gov.bd/site/page/c918f990-1f75-46cb-95ad-c08d10197af5/- (Accessed on 23 August 2021).

Environmental Performance Index 2020. Available at: https://epi.yale.edu/downloads/epi2020report20210112.pdf (Accessed on 25 August 2021).

Location and Area of DNCC. Available at: http://www.dncc.gov.bd/site/page/c0b6953f-16d3-405b-85e9-dece13bb98de/Location-and-Area (Accessed on 22 August 2021).

Organic Solid Waste Management and the Urban Poor in Dhaka City, International Journal of Waste Resources, 2018, Vol: 8; by Mitali Parvin and Anwara Begum, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), Dhaka, Bangladesh.

Solid Waste Management in Dhaka City – A Review on the Present Status and Possible Solutions. Published in Nature Study Society of Bangladesh. Published on 5 April 2020. Available at: http://www.naturestudysociety.org/solid-waste-management-in-dhaka-city/ (Accessed on 26 September 2021).

Study on E-waste: Bangladesh Situation. Environment and Social Development Organization-ESDO, 2010. Available at: https://www.env.go.jp/recycle/circul/venous_industry/pdf/env/h27/02_4.pdf (Accessed on 24 September 2021).

Time to be Wary of Waste by Mahbubur Rahman Khan. Published on the Daily Star on 21 April 2019. Available at: https://www.thedailystar.net/frontpage/news/wastes-world-worries-1732753 (Accessed on 23 August 2021).

Urbanization and Environmental Concept of Dhaka City, Bangladesh. Available at: http://urc.or.jp/wp-content/uploads/2014/06/0612_bangla_2.pdf (Accessed on 25 August 2021).

Waste Management Division of DSCC. Available at: http://www.dscc.gov.bd/site/page/a3ab3b69-590a-4a87-bc5b-875e9cc6cf59/- (Accessed on 23 August 2021).

World Population Review. Available at: https://worldpopulationreview.com/world-cities/dhaka-population (Accessed on 22 August 2021).

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০২১

কৃতজ্ঞতা

এই পলিসি ব্রিফ প্রণয়নে নিয়োজিত দলটি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে সেই সকল প্রাথমিক তথ্যদাতাকে যাদের মূল্যবান তথ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ-বুদ্ধিদীপ্ত পরার্শ এই ব্রিফ'টিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছে। সেই সাথে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ঢাকা কলিং প্রকল্পের সকল কনসোর্টিয়াম সদস্য ও বিশেষজ্ঞদের প্রতি যাদের মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত এই ব্রিফিং পেপারটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য টেকসই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

মো. খোরশেদ আলম
এ.এম.এম. মামুন

©ঢাকা কলিং প্রকল্প

সার্বিক সমন্বয়ে: দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)
সার্বিক পরামর্শে: বারসিক, কাপ ও ইনসাইটস্
প্রকাশনায়: ঢাকা সিটিজেনস এ্যাডভোকেসি কোলাবোরেশন এগেইন্সট পোলিউটিং এনভায়রনমেন্ট (ঢাকা কলিং)
কারিগরি সহযোগিতায়: কাউন্টারপার্ট ইন্টারন্যাশনাল
আর্থিক সহযোগিতায়: ইউএসএইড এবং এফসিডিও

দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)
বাসা নং- ৭৪১, সড়ক- ০৯, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা- ১২০৭।
টেলিফোন: +৮৮০২-৯১২৮৫২০, +৮৮০২-৮১২০৯৬৫, +৮৮০২-৫৮১৫১১৭৬
ফ্যাক্স: +৮৮০২-৫৮১৫৩৪১৩, ই-মেইল: dskinfo@dskbangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.dskbangladesh.org

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ইউএসএইড এবং এফসিডি ও এর যৌথ সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রোমোটিং এডভোকেসি এন্ড রাইটস প্রকল্পের অধীন ঢাকা কলিং প্রকল্পের আওতায় এই পলিসি ব্রিফটি তৈরি করা হয়েছে। এই পলিসি ব্রিফে প্রকাশিত কোন তথ্য বা মতামত ইউএসএইড অথবা এফসিডিও এর আনুষ্ঠানিক মতামত অথবা বক্তব্য নয়।